ক্রমবর্ধমান প্রশিক্ষণ চাহিদার প্রেক্ষাপটে
বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ভূমিকা

— মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন

পৃথিবীর যে কোন দেশে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন এবং সুষ্ঠু প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে ঐ দেশের সরকারের জন্য প্রাথমিক এবং সর্বাধিক প্রয়োজনীয় উপাদান হচ্ছে উন্নয়নমূখী মানসিকতা, অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতা সম্পন্ন কর্মী বাহিনী। নিয়ম-তান্ত্রিক কর্মী বাহিনীর সমন্বয়ে আধুনিক রাষ্ট্রের প্রশাসনিক অবকাঠামো গড়ে ওঠে। যে দেশ যত বেশী দক্ষ প্রশাসনিক কর্মী ও উন্নত ব্যবস্থাপনার অধিকারী সে দেশ ততটা অগ্রসর দেশ হিসেবে বর্তমান বিশ্বে বিবেচিত। উন্নয়ন অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতা সম্পন্ন কর্মীবাহিনী পৃথিবীর সব দেশের জন্যই দুর্লভ। যে কারণে রাষ্ট্রনায়কদেরকে বলতে শোনা যায়- আমাকে সোনার মানুষ দাও-আমি সোনার দেশ গড়ে দেবো। প্রকৃতপক্ষে দক্ষ প্রশাসনিক কর্মী ছাড়া কার্যকর প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা অসম্ভব।

কার্যকর প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার অন্যতম প্রধান উপায় হচ্ছে প্রশাসনে নিয়োজিত ব্যক্তিদেরকে উপযুক্তভাবে প্রশিক্ষিত করে তোলা। নতুন নিয়োগ প্রাপ্ত ব্যক্তিরা সদ্য লেখাপড়া শিখে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে চাকুরীতে আসেন। চাকুরীতে প্রবেশের আগে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ভিন্ন পরিমণ্ডলে কাজ করতে অভ্যস্ত থাকেন। জ্ঞানের বিস্তৃতি এ পরিমণ্ডলে থাকলেও শৃংখলাবোধ থাকে শিথিল। তাছাড়া প্রজাতন্ত্রের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে এই নতুন নিয়োগকৃত কর্মকর্তাদের ধারণার অভাব থাকা স্বাভাবিক। ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে অধ্যয়ন শেষে কর্মকর্তারা চাকুরী করতে আসেন। তাই নতুন নিয়োগকৃতদের জন্য এবং যারা দীর্ঘকাল ধরে চাকুরী করেছেন তাঁদের জন্যও প্রশিক্ষণ অতি জরুরী। কারণ প্রশিক্ষণ আধুনিক প্রশাসনিক পদ্ধতি সম্পর্কেও কর্মকর্তাদেরকে হাল নাগাদ জ্ঞান এবং তথ্য সরবরাহ করে।

আমাদের দেশে প্রশাসনিক ব্যবস্থার একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট রয়েছে। সর্বভারতীয় সিভিল সার্ভিস এবং পরবর্তীকালে পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস—এর অভিজ্ঞতার উত্তরসূরী আমাদের বর্তমান বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস। দেশে একসময় যারা এ সমস্ত সার্ভিসে নিয়োজিত হতেন তাঁদেরকে ইর্ষা এবং শ্রদ্ধা মিশ্রিত চোখে দেখা হোত। তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতা মূলক পরীক্ষার মাধ্যমে তাঁরা নির্বাচিত হতেন। তাঁদেরকে ব্যাপক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে গড়ে তোলা হোত এবং দেশের লোকপ্রশাসন অংগণে তাঁরা একটি স্থায়ী প্রভাব রাখতে পেরেছিলেন।

পকিস্তান এবং পরাধীন ভারতে প্রশাসনিক কর্মকর্তারা সৌভাগ্যের শিখরে আরোহন করলেও তাদেরকে ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামোর আওতায় কাজ করতে হয়েছে। স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ঘটনাটি প্রথম বারের মত এদেশে স্বাধীন প্রশাসনিক পরিমণ্ডল গড়ে তোলার তাগিদ এবং লোক প্রশাসন ও উন্নয়ন ব্যবস্থাপনায় নতুন ধরনের প্রশিক্ষণ চাহিদার সৃষ্টি করে। এই চাহিদা পূরণে দেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়েছে। বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রকে এই প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে সর্ববৃহৎ এবং সমন্বিত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে।

যুদ্ধ বিধস্ত বাংলাদেশে নবনিযুক্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের জন্য ১৯৭৭ সালের জুলাই মাসে 'সিভিল অফিসার্স ট্রেনিং একাডেমী '(কোটা)' প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ক্যাডারে নবনিযুক্ত সদস্যদের বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু হয়।

বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠিত হয় ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব পাবলিক এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন (নিপা) ও বাংলাদেশ এ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ ষ্টাফ কলেজ। এ ছাড়াও ছিল এস, টি, আই,—তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদেরকে এখানে দক্ষতা উন্নয়ন মূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া হত। ওপরোক্ত প্রতিষ্ঠান সমূহকে একত্রিত করে ১৯৮৪ সালে বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে প্রায় অর্ধশত কোটি টাকা ব্যয়ে এই বিশাল প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়।

শুধু লোক প্রশাসন নয় সরকারী এবং বেসরকারী মিলিয়ে দেশে অন্য কোন ক্ষেত্রেই এতবড় এবং ব্যাপক সুবিধা সম্পন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান দ্বিতীয়টি নেই। একসাথে প্রায় ৪০০ প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার ক্ষমতা রাখে এই কেন্দ্র। ছোট বড় ৩৭ ধরনের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালিত হয় এখানে। এর মধ্যে দলগঠন, ব্যবস্থাপনা, আর্থবিধি, প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণসহ কম্পিউটার ব্যবহার, 'গবেষণা, বুনিয়াদী, উচ্চতর প্রশাসন ও উন্নয়ন, সিনিয়র ষ্টাফ কোর্স পর্যন্ত রয়েছে। এ ছাড়াও ৪টি বিভাগীয় শহরে অবস্থিত আঞ্চলিক লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য ১৬টি বিভিন্ন ধরনের কোর্স রয়েছে।

বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পরিচালিত কোর্স গুলোকে দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারেঃ- কর্মজীবন উন্নয়ন মূলক কোর্স এবং পেশাদারী দক্ষতা উন্নয়ন মূলক কোর্স। পেশাদারী দক্ষতা উন্নয়ন মূলক কোর্সের মধ্যে ছোট ছোট বিভিন্ন পেশার সংশ্লিষ্ট কোর্সগুলো অন্তর্ভূক্ত। যেমনঃ- প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ, আর্থবিধি, গবেষণা, সংক্ষিপ্ত

ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন কোর্স প্রভৃতি। এ কোর্সগুলোর মাধ্যমে বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়নের চেষ্টা করা হয়। তাছাড়া চাকুরী কালীন বিভিন্ন সমস্যা, বিধিসমূহ, চাকুরীকালীন আচরণ, জনগণের প্রতি সেবামূলক ও সহমর্মিতা সম্পন্ন মনোভাব গঠনের উদ্দেশ্য নিয়ে এ ধরনের কোর্স সমূহ পরিচালনা করা হয়।

কেন্দ্রে কর্মজীবন উন্নয়ন মূলক কোর্সের ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করা হয় এবং সাভার স্থ সদর সপ্তরে এই কোর্সগুলো পরিচালিত হয়। এ ধরনের তিনটি কোর্স আছে। এই কোর্সগুলো অনেক আগে থেকে আমাদের দেশের ক্যাডারভূক্ত সরকারী কর্মকর্তাদেরকে প্রশিক্ষিত করে তুলবার জন্য প্রণয়ন করা হয়েছিল। দেশের ভৌগলিক এবং রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সাথে সাথে এই কোর্সগুলোর অবয়ব এবং উপকরণও পরিবর্তিত হয়েছে বিভিন্ন সময়ে।

সরকারী কর্মীবাহিনীকে যারা নেতৃত্ব দেন, প্রশাসনের কাংখিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য--সেই আমলাদেরকে প্রশিক্ষিত করে তোলাই এই কোর্সগুলোর লক্ষ্য। যে কোন দেশের উন্নয়নে উন্নয়নমূখী ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন নিয়মতান্ত্রিক আমলাবাহিনী যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা সচেতন নাগরিক মাত্রই উপলব্দি করবেন। আমলাদেরকে দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্যই প্রশিক্ষিত করে তোলা দরকার। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে কোন্ লক্ষ্য নিয়ে কিভাবে এদেবকে প্রশিক্ষিত করা হবে সেবিষয়ে আমাদের কোন নীতি নির্ধারণী নেই। দেশের সিভিল সার্ভিসের প্রবীন সদস্য, যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের ইকোনোমিক মিনিষ্টার, ডঃ আকবর আলী খান মনে করেন আমাদের দেশের প্রশাসনের মূল সমস্যা ৩টি--১. দূর্নীতি, ২. অদক্ষতা এবং ৩. সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার মন্থর গতি।[১] ডঃ খানের সাথে একমত পোষণ করে আরও একটি মনোভাবগত সমস্যার উল্লেখ করা যেতে পারে—জনগণের জন্য সেবামূলক মনোভাব আমাদের প্রশাসনে ক্রমাগত ক্ষীণতর হচ্ছে।

এই প্রেক্ষাপটে আমাদের প্রশাসনিক অদক্ষতার কারণ সমূহ চিহ্নিত করে এখনই তার প্রতিকারের (প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে) মনোভাব গড়ে তোলা দরকার। প্রশাসনিক অদক্ষতা নিরসনে কার্যকর ব্যবস্থা না নিলে জনগণের জন্য যোগ্য প্রশাসন গড়ে তোলা যাবেনা। বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য তার কার্যক্রম

---

১. ৯-১২ এপ্রিল, ১৯৯০, বিপিএটিসির অনুষদর্গের উদ্দ্যেশ্যে ডঃ আকবর আলী খানের বক্তৃতা মালা।

পরিচালনা করে যাচ্ছে। অবশ্য এই লক্ষ্য অর্জন সহজসাধ্য নয়– বিশেষতঃ আমাদের জটীল সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে।

বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মূল কোর্সগুলো প্রশাসনের সুস্পষ্ট তিনটি সোপানের প্রশিক্ষণ চাহিদার আলোকে প্রণয়ন করা হয়েছে। নবনিযুক্ত কর্মকর্তা যারা প্রতিযোগিতা মূলক বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বিসিএস) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে চাকুরীতে প্রবেশ করেন তাদের জন্য বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স প্রণীত। সরকারের মধ্যমস্তরের কর্মকর্তা যারা ক্ষৈত্রিক পর্যায়ে প্রশাসনে নেতৃত্ব প্রদান করছেন তাঁদের জন্য – উচ্চতর প্রশাসন ও উন্নয়ন কোর্স এবং নীতি নির্ধারণী পর্যায়ের কর্মকর্তাদের জন্য সিনিয়র ষ্টাফ কোর্স প্রণয়ন করা হয়েছে। **বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ** কার্যক্রম বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের সকল ক্যাডারে নবনিযুক্ত কর্মকর্তাদের প্রশাসন ও উন্নয়ন সম্পর্কে একটি মৌল প্রশিক্ষণ কর্মসূচী। এ প্রশিক্ষণ কোন বিশেষ ক্যাডার বা বৃত্তির ওপর গুরুত্বারোপ করে না। কর্মজীবন শুরুর পূর্বে যেসব সাধারণ এবং মৌলিক বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা ও দক্ষতা অর্জনের প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করা হয় সে বিষয় গুলোই এই পাঠ্যক্রমের বিষয়বস্তু হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। বিশেষ দক্ষতা বৃদ্ধি এ প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য নয় বরং প্রশিক্ষণার্থীদের ব্যক্তিত্বের সার্বিক সৃজনশীল বিকাশ ও একটি উন্নয়নশীল দেশের স্থবির আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে গতিশীল নেতৃত্বের উপযোগী মানসিকতা প্রস্তুত করা এই কোর্সের উদ্দেশ্য। দেশের আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বিষয়াদি, উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সমস্যা, সম্ভাবনা, প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জের সাথে নতুন দিনের প্রশাসকদেরকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয় কোর্সের পাঠ্যবিষয় ও কর্মকাণ্ডের সহায়তায়।

শিক্ষানবীশ কর্মকর্তাদের ব্যক্তিত্বের সুষ্ঠু বিকাশের জন্য কর্মসূচীর লক্ষ্য নির্ধারিত হয়েছে ঃ-

১. সরকারী কর্মকর্তা হিসেবে সাংবিধানিক ও আইনগত ভূমিকা উপলব্ধি করা,

২. নির্ধারিত বিষয় সমূহে অংশগ্রহণকারীদের জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করা,

৩. কঠোর শারিরীক ও মানসিক শ্রমের মাধ্যমে লক্ষ্য অর্জনে ব্রতী হওয়া,

৪. ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী ও নিয়ম শৃংখলা মেনে চলার মানসিকতা সৃষ্টি করা,

৫. সিভিল সার্ভিসের সকল ক্যাডারের সদস্যদের মধ্যে ঘনিষ্টতর সহযোগিতা সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন ক্যাডারের প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে নিবিড় ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপনে উৎসাহিত করা এবং পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার মনোভাব সৃষ্টি করা,

৬. প্রশাসন ও উন্নয়ন সম্পর্কে তাত্বিক ও প্রয়োগিক জ্ঞানবৃদ্ধি এবং অবাস্তব, খণ্ডিত ও কূপমণ্ডুক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন করা,

৭. সাধারণ প্রশাসনিক ব্যবস্থা, আচার-আচরণ, আদব কায়দার সাথে পরিচিত করা, এবং

৮. ব্যক্তিত্বের সুষ্ঠু বিকাশের জন্য বিভিন্ন ধরনের পাঠ্যক্রম বহির্ভূত বিষয়ে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও নবনিযুক্ত কর্মকর্তাদেরকে বুনিয়াদী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত করে তোলার পদ্ধতি চালু আছে।

১৯৭৭ সালের দিকে যখন কোটা (COTA) প্রতিষ্ঠিত হয় তখন বাংলাদেশে প্রথম বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ চালু করা হয়। তখন সরকারের ধারণা ছিল পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার যে রকম প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষা এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিভিন্ন ক্যাডার গঠন করতেন—সে রকম ভাবে বাংলাদেশও ক্যাডার সার্ভিস গড়ে তোলা হবে। সেই অনুসারে ধারণা ছিল পাকিস্তানে অথবা ভারতে যে রকম সবাইকে সাধারণ প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আওতায় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় বাংলাদেশও সেরকম সকলকে একই ধরনেরপ্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

কিন্তু বাংলাদেশে ৩১ টি ক্যাডার গঠিত হয়েছে[২]। পাকিস্তানে বা ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারে এত অধিক সংখ্যক ক্যাডার নেই। সেখানে প্রাদেশিক সরকারের আওতায় অনেক গুলো সার্ভিস ন্যস্ত আছে। ফলে ঐ দেশ দুটিতে কেন্দ্রীয় সরকারের মুষ্টিমেয় কতিপয় ক্যাডারের জন্য Common Training Program আয়োজন সম্ভব হচ্ছে – যা বাংলাদেশের জন্য কঠিন হয়ে পড়েছে। কারণ যখন এই সাধারণ প্রশিক্ষণ কর্মসূচী গৃহীত

---

২. বর্তমানে Senior Services Pool ভেঙ্গে দেওয়ায় ক্যাডারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩০টি।

হয়েছিল তখন ধারণা করা যায়নি বাংলাদেশের বর্তমান ৩০টি সার্ভিসের বিপুল সংখ্যক সদস্যদেরকে এই প্রশিক্ষণ দিতে হলে কতটা বিশাল এবং ব্যাপক প্রশিক্ষণ সুবিধা সৃষ্টি করা আবশ্যক।

প্রথমে বুনিয়াদী প্রশিক্ষণের মেয়াদ ছিল ৬ মাস, পরে সেটা করা হয় ৪ মাস। বর্তমানে এই প্রশিক্ষণ ২ মাস মেয়াদে –'বিশেষ বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ – নাম দিয়ে চালানো হচ্ছে। কারণ ইতোমধ্যেই বিভিন্ন ক্যাডারের প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ চাহিদা মেটাতে না পারার ফলে সৃষ্টি হয়েছে বিরাট অপ্রশিক্ষণের জের (Back log)।

বিপিএটিসি প্রতিষ্ঠার পূর্বপ্রস্তুতির সময় বিশ্ব ব্যাংকের পক্ষে থেকে Instititue of Public Administration (IPA) কে নিয়োগ করা হয়েছিল বাংলাদেশে নবনিযুক্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপনের জন্য। ১৯৮১ সালে আই, পি, এ, তাদের রিপোর্টে উল্লেখ করেছিল - ''Recent entrance in to Class I of the civil service is the number between 120 and 130 per Annum. The number is not expeccted to exceed 200 during the next five years"-এই রিপোর্ট অনুসারে বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ২০০ প্রশিক্ষণার্থীর একত্রে প্রশিক্ষণ সুবিধা সৃষ্টি করা হয় এবং ৩০টি ক্যাডারের বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ শুরু হয়– ১৯৮৪ সালে। প্রথমে ৪ মাস মেয়াদী প্রশিক্ষণ শুরু হলেও Back log শুরু হওয়ায় এখন ২ মাসের বিশেষ বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ চালু করা হয়েছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ওপর বিভিন্ন ক্যাডারের বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদানের দায়িত্বও বিকেন্দ্রীকৃত হয়েছে। বর্তমানে বিপিএটিসি, কুমিল্লা ও বগুড়ার পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, গাজীপুরের সার্ডি, টেলিকম ইনষ্টিটিউট, সাভারের ও টি আই, শিক্ষামন্ত্রণালয়ের নিয়েয়ার, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নিপসম সহ মোট ১৩টি প্রতিষ্ঠানে ২ মাসের বিশেষ বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ চলছে। আশা করা যায় Back log শেষ হলে আবার বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে নতুন নিয়োগ প্রাপ্ত সকল ক্যাডারের কর্মকর্তাদের জন্য সাধারণ সুবিধা সম্পন্ন ৪ মাস মেয়াদী বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ শুরু করা যাবে।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে প্রধান অসুবিধা হোল– এতে বিভিন্ন ক্যাডারের মধ্যে বুনিয়াদী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যে সমঝোতা ও সৌহার্দের সূচনা হতে পারতো– তা ব্যাহত হচ্ছে। প্রবীণ প্রশিক্ষকগণ মনে করেন মেয়াদ সংক্ষিপ্ত হওয়ার

কারণে বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ—প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টিতে ব্যর্থ হচ্ছে। কারণ দুইমাস সময় পারস্পরিক বন্ধুত্ব সৃষ্টির জন্য খুবই সামান্য। অথচ বুনিয়াদী প্রশিক্ষণের এটিই মূল লক্ষ্য। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে প্রশিক্ষণার্থীরা যখন প্রশিক্ষণে আসেন তখন প্রথম মাসে তাদের মধ্যে পাম্পরিক সম্পর্কের অবনতি ঘটে, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় মাসে সম্পর্কের টানা পোড়েন চলে এবং ৪র্থ মাস থেকে পারস্পরিক সম্পর্ক দানা বাঁধতে শুরু করে।

এই বিবেচনায় বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ তার কাংখিত এবং সবচে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হচ্ছে। পাকিস্তান/ শ্রীলংকা, ভারত, ফিলিপাইন, মালয়েশিয়াসহ বিশ্বের অন্যান্য দেশের বুনিয়াদী প্রশিক্ষণের লক্ষ্যাবলী পর্যালোচনা করলেও দেখা যায় পারস্পরিক সমঝোতা সৃষ্টিই বুনিয়াদী প্রশিক্ষণের মূল লক্ষ্য।

বিপিএটিসিতে বুনিয়াদী পর্যায়ে একসাথে কমবেশী ২৫০ জন প্রশিক্ষণার্থী মনোয়ন দেওয়া হয়। অধিক সংখ্যা প্রশিক্ষণের লক্ষ্য অর্জনের অন্তরায়। কিন্তু তৎসত্বেও বিপিএটিসিতে যারা প্রশিক্ষণ নিতে আসেন তাদেরকে কঠোর শরীর চর্চা, খেলাধুলা. তাত্ত্বিক আলোচনা এবং ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করতে হয়। দুই মাস কেন্দ্রে অবস্থানের পর অধিকাংশ প্রশিক্ষণার্থীকেই বিদায়ের সময় দেখা যায় বেদনাক্লিষ্ট। তাঁরা পরস্পর পরস্পরের প্রতি যেন নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন এই দুই মাস সময়ের মধ্যেই। মেয়াদ বাড়ানো সম্ভব হলে এই বন্ধুত্বকে হয়তো একটি স্থায়ী রূপ দেওয়া সম্ভব হোত। সরকারে লক্ষ্য অর্জনের জন্য তৈরী হোত একটি স্থায়ী আন্তঃর্ব্যক্তিক সমন্বয়।

বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়ে প্রশিক্ষণার্থীদের নির্ধারিত ডরমিটরীতে অবস্থান বাধ্যতামূলক। প্রাত্যহিক শরীর চর্চা, খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ছাড়াও নিয়মিত অধিবেশন ও ব্যবহারিক কার্যক্রমে উপস্থিতি বাধ্যতামুলক। বাংলাদেশ চর্চা, লোক প্রশাসন ও উন্নয়ন অর্থনীতির ওপর তাত্ত্বিক ধারণা প্রদান করা হয় এই কোর্সে। অফিস ব্যবস্থাপনার নিয়মকানুন, শৃংখলা ও আপীল বিধি, নৈতিকতা– প্রভৃতি বিষয়ও প্রশিক্ষণসূচীর অন্তর্ভূক্ত। ওপরোক্ত বিষয়গুলো ছাড়াও সভা পরিচালনা, গ্রামাঞ্চলে সমীক্ষা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন, মৌখিক উপস্থাপনা, কমিটি কার্যক্রম, গ্রন্থগার ব্যবহার, পরীক্ষা ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের দিন অতিবাহিত হয়।

মধ্য সোপানের কর্মকর্তাদের জন্য বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে যে কোর্সটি বর্তমান চালু আছে সেটির নাম **উচ্চতর প্রশাসন ও উন্নয়ন কোর্স** (Advanced course on Administration and Development, ACAD) —১৯৬০এর দশকে তদানিন্তন পাকিস্তান আমলে সাবেক নিপা (National Institute of Public Administration — NIPA) তে প্রণীত হয়েছিল। ১৯৬১ সালে যখন কোর্সটি প্রথম চালু হয়েছিল তখন এর নাম ছিল Advanced Development Management Program (ADMP)[৩]।

১৯৬১ সাল থেকে ১৯৬৭ পর্যন্ত নিপাতে মোট ৯টি এডিএমপি, কোর্স হয়েছিল। ১৯৬৭ সালে কোর্সটির নাম পরিবর্তন করে বর্তমান নাম এসিএডি রাখা হয়। পাকিস্তান আমলে ১৯৬৭ সালের ৬ জানুয়ারী থেকে ১৯৭১ সালের ১৫ মে তারিখ পর্যন্ত মোট নয়টি এসিএডি কোর্স হয়েছিল। কোর্সটিতে দেশের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন কৌশলের ওপর অধিকতর গুরুত্বারোপ করা হয়। কোর্সটির মেয়াদ ছিল ৩ মাস।

বছরে দুইবার এই কোর্স অনুষ্ঠিত হোত এবং প্রতি ব্যাচে থাকতো ২৪ জনের মতো মধ্যসোপানের কর্মকর্তা (উপ-সচিব অথবা সমপর্যায় ভূক্ত)। নিপাতে যখন এই কোর্স শুরু হয় তখন তা আবাসিক ছিল না। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭৫ সালের ১৫ অক্টোবর থেকে ১৯৮৩ সালের ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত ১২টি এসিএডি কোর্স পরিচালিত হয়। সব মিলিয়ে নিপাতে মোট ৩০টি এসিএডি কোর্স হয়েছিল। ১৯৮৪ সালে বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ১৯৯০ সালের এপ্রিল পর্যন্ত মোট দশটি এসিএডি কোর্স অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মধ্যসোপানের এই প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্দেশ্যসমূহ বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তিত হয়েছে- কিন্তু কোর্স কাঠামো এবং প্রশিক্ষণার্থীদের পর্যায় প্রায় একই আছে। ১৯৭৫ সালে কোর্সটি -দক্ষতা উন্নয়ন, প্রাতিষ্ঠানিক সমস্যা চিহ্নিত করণ, দায়িত্ব পালনে প্রতিবন্ধকতা, বিধিসমূহের সঠিক প্রয়োগ, উন্নয়ন লক্ষ্য, আধুনিক কৌশল, মন্ত্রণালয় ও বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সহমর্মিতা, প্রকল্প প্রণয়ন এবং উৎপাদন সম্পর্ক বিষয়ে অবগত করা-এই ৯টি উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়। কোর্সটির পাঠ্যসূচীতে প্রশাসনিকঃ তত্ব ও তার প্রয়োগ,

---

৩. Md. Mozammel Haque & Mrs. Ayesha Azim, **Assesment of Training Need of Mid level officers: A research study on ACAD,** 1989, P. 10.

মধ্যসোপানের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের খতিয়ান[৪] ঃ-

সময় কাল	প্রতিষ্ঠান	প্রশিক্ষণ কোর্সের সংখ্যা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
২১জুন ১৯৬২ থেকে ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৬৬ পর্যন্ত	নিপা	৯	১৯০
৬ জানুয়ারী ১৯৬৭ থেকে ১৫ মে ১৯৭১ পর্যন্ত	নিপা	৯	১৯০
১ অক্টোবর, ১৯৭৫ থেকে ৩০ আগষ্ট ১৯৮৩ পর্যন্ত	নিপা	১২	২২০
৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৮৪ থেকে এপ্রিল, ১৯৯০ পর্যন্ত	বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	১০	২১২
	সর্বমোট	৪০	৮১২

মানবিক সম্পর্ক ও প্রশাসনিক যোগাযোগ, আর্থব্যবস্থাপনা, উন্নয়ন অর্থনীতি, সরকার ও রাজনীতি, গবেষণা পদ্ধতি, বাংলাদেশ চর্চা প্রভৃতি বিষয় অন্তর্ভূক্ত।

বর্তমানে বাংলাদেশে মধ্যসোপানের যে সমস্ত কর্মকর্তা আছেন তাঁদের অধিকাংশই বাংলাদেশ আমলে চাকুরীতে প্রবেশ করেছেন। স্বাধীনতার পরের বছরগুলোতে যুদ্ধপরবর্তী অবস্থায় এ সমস্ত কর্মকর্তাদেরকে সঠিক ভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া সম্ভব হয়নি বলে অনেকে মত প্রকাশ করেন- অথচ কর্মকর্তাদের এই স্তরটি বর্তমানে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সোপানে কাজ করেন। একারণে মধ্যস্তরের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের বিষয়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ।

৪. সূত্রঃ (ক) ৩ নং পাদটীকায় উল্লিখিত গ্রন্থ,
(খ) বিপিএটিসির কর্মসূচী শাখা।

বিপিএটিসিতে সরকারের অতিরিক্ত সচিব, যুগ্মসচিব অথবা স্বায়ত্ব শাসিত প্রতিষ্ঠান সমূহের (ক্যাডার বর্হিভূত) সমপর্যায়ের কর্মকর্তাদের জন্য **সিনিয়র ষ্টাফ কোর্সে** আয়োজন করা হয়।

জাতীয় প্রশিক্ষণ নীতিমালা অনুসারে সরকারের যে সমস্ত কর্মকর্তা ৪,৭৫০/-টাকা বা তদুর্দ্ধ স্কেলে বেতন পান তারাই কেবল মাত্র সিনিয়র ষ্টাফ কোর্সে প্রশিক্ষণ গ্রহণের উপযোগী বলে বিবেচিত হন। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পূর্বে তদানীন্তন Pakistan Adminstrative Staff College, লাহোরে সিএসপিদের জন্য সিনিয়র ষ্টাফ কোর্সের আয়োজন করা হোত। স্বাধীনতার পর ১৯৭৭ সালের ৩ জুনে বাংলাদেশ এ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ ষ্টাফ কলেজ— (Bangladesh Adminstrative Staff College, BASC) স্থাপিত হয়। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠান দীর্ঘজীবী হয়নি। ১৯৮৪ সালে বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার পর প্রতিষ্ঠানটি বিপিএটিসির সাথে একীভূত হয়ে যায় এবং ১৯৮৫ সাল থেকে বিপিএটিসিতে নিয়মিত সিনিয়র ষ্টাফ কোর্স অনুষ্ঠান শুরু হয়।

বাংলাদেশ এ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ ষ্টাফ কলেজ (বিএএসসি) – এবক্তৃতা ও আলোচনা, সিণ্ডিকেট, সেমিনার, ক্ষৈত্রিক পর্যায়ে গবেষণা, বৈদেশিক শিক্ষাসফর, কেস ষ্টাডি-প্রভৃতি প্রশিক্ষণ পদ্ধতি অনুসৃত হোত। বাংলাদেশের জনগণ, সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, উন্নয়ন প্রশাসন, সংগঠন তত্ব, আর্থপ্রশাসন, পরিকল্পনার কলাকৌশল প্রভৃতি কোর্সের পাঠ্য বিষয়ভুক্ত ছিল।

বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র একটি নতুন প্রতিষ্ঠান। কিন্তু তৎসত্বেও ১৯৯০ সালের প্রথমার্ধ নাগাদ কেন্দ্র দশটি সিনিয়র ষ্টাফ কোর্স পরিচালিত করেছে।

কেন্দ্রে পরিচালিত সিনিয়র ষ্টাফ কোর্সের লক্ষ্য মূলতঃ দুটি-(ক) সরকারের ক্যাডার এবং ক্যাডার বহির্ভূত সিনিয়র কর্মকর্তাদের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতার মনোভাব সৃষ্টি করা, (খ) সরকারের গুরুত্বপূর্ণ নীতি নির্ধারণী এবং পরিকল্পনা প্রণয়নের কলাকৌশল সম্পর্কে কর্মকর্তাদেরকে পারদর্শী করে গড়ে তোলা।

ঐতিহ্যগতভাবে প্রতিটি সিনিয়র ষ্টাফ কোর্সের সামগ্রিক কার্যক্রম একটি কেন্দ্রীয় বিষয়ের (Central theme) লক্ষ্যাভিসারী হয়ে থাকে। যেমন ৮ম সিনিয়র ষ্টাফ কোর্সের কেন্দ্রীয় অধীত বিষয় ছিল দারিদ্র দূরীকরণ (Alleviation of Poverty), নবম কোর্সের কেন্দ্রীয় বিষয় ছিল কাঠামোগত সামঞ্জস্য বিধান (Structural Adjustment)। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীগণ তাদের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক শিক্ষা সফর এবং অন্যান্য

কর্মকাণ্ডে মূল অধীত বিষয়ের ওপর নীতি নির্ধারণী এবং পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রচেষ্ঠায় নিয়োজিত থাকেন।

বর্তমানে বাংলাদেশ লোক প্রশাসন কেন্দ্রে কোর্সটি– (ক) শ্রেণীকক্ষ বক্তৃতা এবং আলোচনা (খ) সিণ্ডিকেট (গ) সেমিনার (ঘ) শিক্ষাসফর (ঙ) উপাত্তসংগ্রহ ও রিপোর্ট লিখন (চ) সম্প্রসারণ বক্তৃতা (ছ) খেলাধুলা এবং (জ) গ্রন্থাগার ব্যবহার কার্যক্রমের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে।

কোর্সের অংশগ্রহণকারীদের জন্য বাধ্যতামূলক[৫] বিষয়গুলো হোল ঃ –
১. বিপিএটিসি ডরমিটরীতে নির্ধারিত কক্ষে অবস্থান, ২. প্রতিটি অধিবেশনে উপস্থিতি, ৩. সিণ্ডিকেট এবং সেমিনার উপস্থাপনা ও রিপোর্ট লেখা, ৪. নির্ধারিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ, ৫. আইন কানুন ও শৃংখলা মেনে চলা এবং ৬. কর্মকাণ্ডের জন্য বিপিএটিসি কতৃপক্ষের কাছে দায়বদ্ধ থাকা।

পাঠ্য বিষয় হিসেবে (ক) লোক প্রশাসন এবং নীতি বিশ্লেষণ (খ) সরকার ও প্রশাসন (গ) উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা এবং স্থানীয় সরকার (ঘ) অর্থনৈতিক উন্নয়নে মৌলিক সমস্যা (ঙ) বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের কৌশল (চ) আন্তজার্তিক অর্থনৈতিক সমস্যা এবং (ছ) প্রতিষ্ঠানিক ক্ষমতা বর্দ্ধন প্রভৃতি বিষয় কোর্সের অন্তর্ভূক্ত।

অনেকে প্রশ্ন তুলে থাকেন—সিনিয়র ষ্টাফ কোর্সের পেছনে অর্থ ব্যয় হয় প্রচুর—কিন্তু সেই তুলনায় এর উদ্দেশ্যসমূহ কি ঠিক ঠিক ভাবে অর্জিত হয়? এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া কঠিন। তবে এটুকু বলা যায় কোর্সগুলো পরিচালনার ক্ষেত্রে যে বিপুল পরিমাণ অসামঞ্জস্য এবং প্রতিবন্ধকতা থাকে– তাতে কোর্সগুলোর সফলতার মাত্রা যা হওয়া উচিত বর্তমানে ফলাফল বরং তারচে ভাল। ডঃ আকবর আলী খান মনে করেন প্রকৃত পক্ষে Senior staff course এ ওপরোক্ত বিষয়গুলোর ওপর Action Research করা উচিৎ। কারণ সিনিয়র ষ্টাফ কোর্সে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে কর্মকর্তা আসেন– Business Executive, মাদ্রাসার অধ্যক্ষ, যুগ্মসচিব ইত্যাদি—তাঁদের কর্মপরিধিও আলাদা। অথচ তাদেরকে একই কেন্দ্রীয় বিষয়ের (Central Theme) ওপর কাজ করতে দেওয়া হয় – ফলে পুরো প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়াটি কেন্দ্রীয় বিষয়ের উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যাভিসারী হয়না। এটা প্রায়শইঃ ঘটে থাকে অবহেলা এবং খামখেয়ালীপূর্ণ মনোয়ন পদ্ধতির কারণে। আবার

---

৫. ৮ম সিনিয়র ষ্টাফ কোর্সের পরিচিতি পুস্তিকা দ্রষ্টব্য।

যারা প্রশিক্ষণে আসেন তাঁরাও সেমিনার, Syndicate —এ মনোযোগী হন না অনেক সময়। প্রশিক্ষণটাকে তারা অবকাশ যাপনের সময় মনে করেন। ফলে প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যই ব্যাহত হবার উপক্রম হয় কোন কোন ক্ষেত্রে।

Policy Formulation সিনিয়র ষ্টাফ কোর্সের আরেকটি মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু বাংলাদেশের জন্য ওই কাজটি করে থাকে বিশ্বব্যাংক। প্রকৃত পক্ষে আমরা প্রশাসনিক দিক থেকে এখনও প্রাদেশিক মনোভাব সম্পন্নই রয়ে গেছি। ডঃ খানের মতে আমরা আগে ছিলাম বিদেশের উপনিবেশ আর এখন বিশ্বব্যাংকের। কাজেই সিনিয়র কর্মকর্তাদের পরিকল্পনা প্রণয়ন করা শিখিয়ে তাকে অর্থবহ করতে হলে এবং সিনিয়র ষ্টাফ কোর্সকে সাফল্য মণ্ডিত করতে হলে সবচে বড় প্রয়োজন আমাদের দেশের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা নিজের হাতে নেওয়া। মনোনয়ন পদ্ধতির ত্রুটি দূরকরা এবং কোর্সটি বাস্তবতার আলোকে ঢেলে সাজানো।

বাংলাদেশ পৃথিবীর দরিদ্রতম দেশসমূহের অন্যতম। এ দেশের জনগণ দারিদ্র সীমার নীচে দিনাতিপাত করে। সামাজিক বাস্তবতার প্রতি খেয়াল রেখে তাই আমাদের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থায় প্রাপ্ত সুযোগ কাজে লাগাতে হবে এবং কর্মকর্তাদেরকে এমন ভাবে প্রশিক্ষিত করতে হবে–যাতে জাতীয় ঋণের বিনিময়ে প্রশিক্ষিত কর্মকর্তারা জাতিকে উপযুক্ত সেবা প্রদান করতে পারে, ঔপনিবেশিক মনোভাব কাটিয়ে উঠে স্বাধীন দেশের উপযোগী প্রশাসন গড়ার মনোভাব যেন তাদের মধ্যে গড়ে ওঠে।

বাংলাদেশ লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র যখন গড়ে ওঠে তখন এর সামনে সুবিস্তৃত লেক, নির্মাণাধীন ইমারত আর বাহ্যিক আলোর ঝলকানি দেখে প্রতিষ্ঠানটিকে প্রশিক্ষণের তাজমহল বলে আখ্যায়িত করেছিলেন জনৈক সমালোচক। তাঁর মতে তাজমহলের সৌকর্যে শাহজাহানের প্রেমের সমাধি রচিত হয়েছিল, আর তার সামনে ছিল যমুনা নদী।

সময়ের ব্যবধানে বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র তার পুর্ণক্ষমতা নিয়ে প্রশিক্ষণ ও গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে। দেশ বিদেশের সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে কার্যকর প্রশিক্ষণ কাঠামো গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। আন্তঃক্যাডার সমঝোতা, প্রশাসনে নতুন প্রাণের সঞ্চার আর লোক প্রশাসনে জনগণের প্রতি সেবামূলক মনোভাব সৃষ্টির লক্ষ্যে কেন্দ্রটি তার সমস্ত মেধা ও শ্রম নিয়োজিত রেখেছে। বিপিএটিসির বর্তমান কর্মতৎপরতা এবং প্রাণচাঞ্চল্য আজ একথাই প্রমাণ করে এই প্রতিষ্ঠান প্রশিক্ষণের সমাধিস্থল নয়—এই প্রতিষ্ঠান স্বাধীন বাংলাদেশে গণমুখী প্রশাসন গড়ার সূতিকাগার। স্বাধীন দেশের

একনজরে বিপিএটিসির প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের খতিয়ান ৬

(ক) বিপিএটিসি সদর দপ্তরে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম (এপ্রিল ১৯৮৪ থেকে মে, ১৯৯০ পর্যন্ত)

কোর্সের নাম	কোর্সের সংখ্যা	কোর্সের লক্ষ্য মাত্রা	প্রকৃত অংশ-গ্রহণকারীর সংখ্যা
১. বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স	১৯	৩৪৩৫	৩০৫৭
২. উচ্চতর প্রশাসন ও উন্নয়ন কোর্স	১০	২৮৫	২১২
৩. সিনিয়র ষ্টাফ কোর্স	১০	২৩০	১৮৩
৪. প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স	১১	২১০	১৬৯
৫. অন্যান্য কোর্স	৭১	২৬২৯	২৩৯১
মোট	১২৪	৬৬২৬	৬০১২

অর্জিত প্রশিক্ষণার্থী লক্ষ্যমাত্রা = ৯০.৭৩%

(খ) আঞ্চলিক লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কার্যক্রম (মার্চ ১৯৯০ পর্যন্ত)ঃ কোর্সের সংখ্যা ৬১৭, প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ১৪০২৯, আঞ্চলিক কেন্দ্রগুলোর জন্য এসময়ে প্রশিক্ষণার্থীর লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২১,৭৬০ জন এবং কোর্সের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৬৫৬ টি। অর্জিত প্রশিক্ষণার্থীর লক্ষ্যমাত্রা ঃ ৬৪.৪৭%।

লোক প্রশাসনে সাবলীল প্রাণসঞ্চারের শ্রমসাধ্য এবং প্রাণান্ত সংগ্রাম চলছে এখানে। আগামী দিনের প্রশাসনে বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্ব প্রসবের জন্য যন্ত্রণায় ভুগছে এই বিশাল প্রতিষ্ঠান।

এই প্রতিষ্ঠানের সমস্যা আছে, জটীলতা আছে কিন্তু তার পেছনে সম্ভাবনারও ইঙ্গিত আছে। কারণ দেশের ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনে দক্ষতা বৃদ্ধি না পেলে কোন অবস্থাতেই সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব হবে না। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দেশের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থায়ও উত্তরণ ঘটানো সম্ভব। বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হোক আধুনিক প্রশিক্ষণ পদ্ধতির দিক নির্দেশক। সুদক্ষ প্রশাসক গড়ে তোলার কর্মপ্রবাহ এখান থেকেই হোক শুরু।

৬. সূত্রঃ বিপিএটিসির কর্মসূচী শাখা।